(ক) কৃষি পণ্যের বিপণন ধারণা ঃ

কৃষিপণ্যের বাজার কাঠামোর ছকটি হলো - ১. গ্রাম ⟶ ২. প্রাথমিক বাজার ⟶ ৩. মাধ্যমিক পর্যায়ের পাইকারি বাজার ⟶ ৪. চূড়ান্ত পর্যায়ে বন্দরভিত্তিক বাজার।

কৃষিপণ্যের বিপণন তথা বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা হলো এমন একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে উৎপাদিত কৃষিপণ্য উৎপাদনকারীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে পৌঁছায়। এ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করতে হয়। এগুলো হলো উৎপাদন শেষে পণ্য সংগ্রহ ও একত্রীকরণ, পণ্য শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণ, গুদামজাতকরণ, পরিবহণ, ঝুঁকি বহন, বিজ্ঞাপণ প্রদান, বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, বন্টন, বিক্রয় ইত্যাদি। এগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হলে কৃষকরা পণ্যের উপযুক্ত দাম পায় এবং ভোক্তা সাধারণও তা যুক্তিসংগত দামে ক্রয় করতে পারে। কৃষিপণ্যের বিপণন বলতে কৃষিপণ্য সংগ্রহ, গুদামজাতকরণ, নমুনাকরণ, ঝুঁকিবহন ইত্যাদি কার্যাবলিকে বোঝায়।

Scanned with CamScanner

(গ) কৃষি পণ্যের বিপণন ব্যবস্থা :

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এখানে কৃষিপণ্যের বিপণন তথা বাজার ব্যবস্থা অসুন্নত, অসংগঠিত ও ত্রুটিপূর্ণ। আর্থিক অনটনের কারণে তাদের উৎপাদিত পণ্য মৌসুমের শুরুতেই অত্যন্ত কম দামে জমিতে দণ্ডায়মান আগাম ফসল বা উৎপাদিত ফসল গ্রামের হাট-বাজারে বিক্রয় করে। ফড়িয়াররা সেগুলো ক্রয় করে উপজেলা সদর, নদী-বন্দর ও ছোট শহরগুলোতে কিছু মাড রেখে, পাইকার, আড়তদার, মহাজন ইত্যাদি মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে বিক্রয় করে। এরা ক্রয়কৃত পণ্য গুদামজাত করে এবং বিভিন্ন পরিবহণের মাধ্যমে বড় বড় শহর ও বন্দরে চূড়ান্ত পর্যায়ের পাইকারি বাজারে বিক্রয় করে। এ বাজার থেকে পাইকার ও খুচরা দোকানদাররা পণ্য ক্রয় করে চূড়ান্ত ভোক্তাদের কাছে বিক্রয় করে। পণ্য বিপণনের এ সমগ্র পক্রিয়ায় ধাপে ধাপে তার দাম বাড়তে থাকে। তাই কৃষকরা যে দামে তার পণ্য বিক্রয় করে তার চেয়ে অনেক বেশি দামে ভোক্তারা তা ক্রয় করে। এ প্রক্রিয়ায় তাই অর্জিত

Scanned with CamScanner

মুনাফার সিংহভাগই মধ্যস্বত্বভোগীদের কাছে হস্তগত হয় এবং কৃষক ও ভোক্তা সাধারণ উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ঘ) কৃষি পণ্যের বিপণন সমস্যা চিহ্নিতকরণ :

বাংলাদেশের কৃষকরা নানা ধরণের সমস্যার মধ্যেও অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে পণ্য উৎপাদন করে তার উপযুক্ত দাম পায় না। কৃষিপণ্যের বিপণন ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিভিন্ন সমস্যা এজন্য দায়ী। সমস্যাগুলো নিম্নরূপ :

১। বাজারের অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অধিকাংশ কৃষক বাজার সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খোঁজ-খবর রাখে না। বিভিন্ন কৃষি পণ্যের মূল্যের ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধেও তারা ওয়াকিবহাল নয়। সুতরাং তাদের অজ্ঞতার জন্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণ অতিসহজেই কৃষকদেরকে ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত করতে পারে।

২। দামের তীব্র উঠানামা : কৃষি পণ্যের দামের তীব্র উঠা-নামা ঘটে। ফসলের মৌসুমে দাম একেবারেই কম থাকে এবং মৌসুম শেষ হওয়ার পর দাম আবার বেশ বেড়ে

Scanned with CamScanner

যায়। কিন্তু দাম যখন বাড়ে তখন কৃষকের ঘরে আর কোন বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত থাকে না। সুতরাং দামের এরূপ তীব্র উঠানামার ফলে আমাদের কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩। গুদামের অভাব : অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের গ্রামাঞ্চলে কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় গুদামের একান্ত অভাব রয়েছে। ফলে কৃষক সম্প্রদায় অধিক দাম পাওয়ার আশায় কৃষিপণ্য গুদামজাত করে রাখতে পারে না। তারা ফসলের মৌসুমে ফসল কম দামে বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

৪। শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের অভাব : স্বল্পোন্নত দেশ-সমূহে কৃষিপণ্য শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের সুবন্দোবস্ত নেই। পণ্যের গুণাগুণের উপর এর দাম নির্ভর করে। কিন্তু এ সমস্ত দেশে পণ্যের গুণানুসারে তাদের শ্রেণিবিভাগ করা হয় না ফলে এখানে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট পণ্য একই দামে বিক্রয় হয়। ফলে কৃষকরাও উৎকৃষ্ট পণ্যের জন্য ভালো দাম পায় না।

৫। কৃষকের দারিদ্র : দারিদ্রের জন্য কৃষক তার উৎপাদিত পণ্য অধিক দাম পাওয়ার আশায় বেশি দিন ধরে রাখতে

Scanned with CamScanner

পারে না। ফলে ফসল উঠার সাথে সাথে কৃষক তার ফসলের নায্য দামে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়। আড়তদারগণ নামমাত্র মূল্যে এসব দ্রব্য খরিদ করে এবং পরে উচ্চ মূল্যে তা বিক্রয় করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে।

৬। পরিবহন ব্যবস্থার অভাব : বাংলাদেশের মতো আরো অনেক দেশে পরিবহন ব্যবস্থার অভাবে কৃষক কৃষিপণ্য দূরবর্তী বাজারে নিয়ে যেতে পারে না। ফলে নিকটবর্তী হাট-বাজারে তারা কম দামে পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য হয়।

৭। দালালের প্রভাব : সাধারণত কৃষক তাদের পণ্য সরাসরি প্রকৃত ক্রেতাদের নিকট বিক্রয় করতে পারে না। প্রকৃত ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে একদল দালালশ্রেণির লোক থাকে। মুনাফার প্রায় সবটুকু এ সমস্ত দালালদের হাতে চলে যায়।

৮। অশিক্ষা : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশসমূহের অধিকাংশ কৃষক অশিক্ষিত। ফলে তারা ফটকা কারবারের জটিলতা ও বৈদেশিক বাজারের গতি প্রকৃতির সাথে একেবারেই অপরিচিত।

Scanned with CamScanner

৯। সুসংগঠিত বাজারের অভাব : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের গ্রামাঞ্চলের হাট বাজার সুনিয়ন্ত্রিত বা সুসংগঠিত নয়। নিয়ন্ত্রনের অভাবে বাজারে কৃষকদের নিকট থেকে বিভিন্ন হারে খাজনা আদায় করা হয়।

১০। পণ্যের মান : বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত কৃষিপণ্যের মান নির্ধারণের জন্য বিষয়টি কৃষিবাজারে একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে।

১১। সুষ্ঠুসরকারি নীতির অভাব : অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশে কৃষিপণ্যের বাজার সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো রূপ সরকারি সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই। ফলে কৃষক কৃষি বাজারে রীতিমত অরাজকঅবস্থা বিরাজ করে।

১২। প্রতিযোগীতার অভাব : বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সুষ্ঠু যাতায়াত ব্যবস্থার অভাবে বাজারগুলো পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে বিভিন্ন বাজারের মধ্যে প্রতিযোগীতার অভাব দেখা যায় এবং এক বাজারের সঙ্গে অন্য বাজারের কোনরূপ সামঞ্জস্য থাকে না।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বাজার ব্যবস্থায়

Scanned with CamScanner

নানা ধরণের সমস্যা যেমন কৃষকের অজ্ঞতা, বাজার তথ্যের অভাব, নমুনাকরণের অভাব বিদ্যমান। সেজন্যই এখানকার কৃষকরা পণ্যের ন্যায্য দাম পায় না।

(গ) কৃষি পণ্যের বিপণন সমস্যা সমাধানে রাষ্ট্রের ভূমিকা:

বাংলাদেশে কৃষি পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে :

১। বাজার নিয়ন্ত্রন : বিভিন্ন বাজারে কৃষকদের নিকট থেকেই যাতে আড়তদারি, পাল্লাদারি, বিভিন্ন চাঁদা প্রভৃতি হতে অর্থ আদায় করতে না পারে সেজন্য আমাদের গ্রামাঞ্চলে বাজারগুলোকে সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রন করা দরকার।

২। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি : দেশের যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরে কৃষি পণ্যের বহন খরচ হ্রাস করা দরকার। এছাড়া রাস্তাঘাটের উন্নতি সাধনের মাধ্যমে গ্রামগুলোকে রেল স্টেশন ও স্টিমারের সাথে যুক্ত করতে হবে।

৩। শ্রেণীবিভাগ ও নমুনাকরণ : সুসংগঠিত দেশসমূহে কৃষিপণ্য শ্রেণিবিভাগ ও নমুনাকরণের সুবিধা আছে। পণ্যের গুণাগুণে

উপর এর দাম নির্ধারণ করে। কিন্তু এ সমস্ত দেশে গুণানুসারে তাদের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ফলে এখানে উৎকৃষ্ট পণ্য ভালো দামে এবং নিকৃষ্ট পণ্য কম দামে বিক্রয় করতে পারবে। ফলে কৃষকও উৎকৃষ্ট পণ্যের জন্য ভালো দাম পাবে।

৪। গুদাম নির্মাণ ও কৃষি পণ্য সংরক্ষণ : গুদামজাতকরণের ব্যবস্থার অভাবে কৃষকরা যাতে ফসল উঠার সাথে সাথে কম দামে তা বিক্রয় করে ফেলতে বাধ্য না হয় তার জন্য গুদাম ও কৃষি পণ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫। দালাল ও ফড়িয়ার বিলোপ সাধন : কৃষি পণ্যের বাজার থেকে দালাল ও মধ্যবর্তী ফড়িয়াদের বিলোপ সাধন করতে হবে। দালাল, ব্যাপারি, আড়তদার প্রমুখ মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীগণ কৃষকদের প্রাপ্য মূল্যে ভাগ বসিয়ে তাদের সর্বস্বান্ত করে তোলে।

৬। কৃষিঋণ : আর্থিক অনটনের ফলে আমাদের কৃষকদের অধিক দাম পাওয়ার আশায় তাদের পণ্য সামগ্রী মজুত পাবে না। সুতরাং আর্থিক অনটনের জন্য কৃষক যাতে ফসলের মৌসুমেই পণ্য বিক্রয় করে দিতে বাধ্য না হয়

Scanned with CamScanner

সেজন্য উপযুক্ত কৃষিঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭। সর্বনিম্ন মূল্যধার্যকরণ : সরকার কর্তৃক কৃষিপণ্যের যে সর্বনিম্ন মূল্য ধার্য করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেউ নির্দিষ্ট মূল্যের কম দামে ক্রয় করলে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৮। ক্রয় এজেন্সি : ন্যায্য মূল্যে কৃষকদের নিকট থেকে ফসল ক্রয় করার উদ্দেশ্যে সরকারকে ক্রয় এজেন্সি গঠন করতে হবে। এ ধরণের ক্রয় এজেন্সির মাধ্যমে সরকার সমিতি গঠনের মাধ্যমে বাজারে কৃষকদের অবস্থান শক্তিশালী করা দরকার।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে কৃষিপণ্যের বিপণন সমস্যাগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

Scanned with CamScanner

(ঙ) সরকারের কৃষি বিপণন নীতি :

দেশের কৃষি বিপণন নীতির চারটি উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। যথা :

(ক) উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়ের জন্য কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ।

(খ) অভ্যন্তরীণ ভোগ ও রপ্তানির জন্য কৃষি পণ্যের উন্নত মান বজায় রাখা।

(গ) কৃষি পণ্যের উৎপাদন ও মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা।

(ঘ) অবকাঠামো উন্নয়ন সাধন নিশ্চিতকরণ।

এই উদ্দেশ্যগুলো পূরণের জন্য বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষি বিপণন নীতি নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়।

১। বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন : কৃষি পণ্যের বাজার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কতিপয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে কৃষি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও নমুনাকরণ, পাইকারি বাজার উন্নয়ন, কৃষি প্রক্রিয়াজাত শিল্প স্থাপন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

Scanned with CamScanner

২। বাজার নিয়ন্ত্রণ : কৃষি পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিয়োজিত আছে "কৃষি বিপণন বিভাগ"। এটা কৃষি মন্ত্রালয়ের অধিনস্থ একটি বিভাগ। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৪,০০০ টি প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কৃষি পণ্যের বাজার আছে।

৩। মূল্য স্থিতিশীলকরণ : কৃষি বিপণন বিভাগের মাধ্যমে মূল্য স্থিতিশীলকরণের উদ্দেশ্যে শস্য ক্রয় ও বিক্রয়ের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ফসল কাটার মৌসুমে সরকার নির্দিষ্ট দামে শস্য ক্রয় করেন। আবার বাজারে খাদ্যশস্যের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে খোলা বাজারে শস্য নির্দিষ্ট দামে বিক্রি করা হয়। সুষ্ঠুভাবে মূল্য স্থিতিশীলকরণ সরকার যেন প্রয়োগ করতে পারে সে উদ্দেশ্যে "কৃষি মূল্য কমিশন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

৪। অবকাঠামো উন্নয়ন : কৃষক যাতে পণ্যের ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য বাজারজাতকরণের উদ্দেশ্যে সরকারি উদ্যোগে "কৃষক বিপণন দল' এবং 'কৃষক ক্লাব' গঠনের পাশাপাশি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কৃষি বাজার উন্নয়ন এবং লিংকেজ তৈরির জন্য ঢাকাতে একটি সেন্ট্রাল মার্কেট নির্মিত হয়েছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner